মুজিবনগরে নিখোঁজের দুই দিন পর যুবক উদ্ধার

মুজিবনগরে নিখোঁজের দুইদিন পর উদ্ধার করা হয়েছে নিখোঁজ হওয়া গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫)কে।

উপজেলার দারিয়াপুর ইউপি সদস্য আব্দুল হান্নান (গুটলি) সাথে কথা বলে জানা যায়, গত সোমবার গৌরিনগর গ্রামের প্রবাসী রফিকুল ইসলামের ছেলে বকুল (২৫) বড়নাগার চৌলার মাঠে নিজ ধানক্ষেতে সেলোমেশিন দিয়ে সেচ দেওয়ার সময় নিখোঁজ হয়।জমির পাশে পাওয়া যায় তার ব্যবহিত গামছা এবং বাইসাইকেল।বন্ধ পাওয়া যায় তার মোবাইল ফোন সন্ধেয় হয় খারাপ কিছুর। গত সোমবার রাত্রী থেকে খোঁজাখুজি শুরু করে গ্রামবাসি ও আত্মীয় স্বজন সোববার রাত পেরিয়ে মঙ্গলবার সারা দিন চলে খোঁজাখুজি বিকেল মুজিবনগর থানায় নিখোজের জিডি করে বকুলে ছোট ভাই তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। পুলিশ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ট্রাকিং এর মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া ইকো পার্কের আবাসিক এলাকায় গৌরিনগর গ্রামের তবারকের ছেলে সাজুর মেয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি)উজ্বল কুমার দত্ত জানান, গত মঙ্গলবার মুজিবনগর থানায় একটি নিখোঁজের জিডি করা হয়। জিডি পেয়ে পুলিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে তাকে উদ্ধার করে।তার স্বীকারক্তি থেকে জানা যায় সে বিভিন্ন জায়গায় থেকে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পারায় তার বন্ধুর আত্মীয়র বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারির ফাঁদে হুমকিতে দেশীয় মাছ

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলায় ভৈরব নদীতে চায়না দুয়ারি’ জাল ব্যবহার করে নির্বিচারে মাছ শিকার করছেন স্থানীয় জেলে সহ এক শ্রেণীর অসাধু মানুষ। হুমকিতে পড়েছে দেশিয় প্রজাতির মাছ। পুরো ভৈরব নদী জুড়ে অসংখ্য চায়না দুয়াড়ী জাল। এসব দেখেও চোখ বন্ধ করে অন্ধ সেজে বসে আছে উপজেলা মৎস্য অফিস। এই জালের বিরুদ্ধে চোখে পড়ার মত নেই কোন কার্যক্রম।

খুব সহজে মাছ ধরার এই জাল ব্যবহারে বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে দেশীয় প্রজাতির মাছ অস্তিত্বের সংকটে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নিজস্ব উদ্যোগে মৃতপ্রায় ভৈরব নদী নতুন করে খননের ফলে হারিয়ে যাওয়া দেশিও প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
কিন্তু ভৈরব নদীতে ব্যাপক ভাবে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জালের ব্যাবহারে এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের নিংক্রিয়তার ফলে হারাতে বসেছে দেশিয় প্রজাতির মাছ সহ নদীর জীববৈচিত্র।

এই জালে গিটগুলোর যে দূরত্ব, তাতে এটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ জালের আওতায় পড়ে। তবে নিষিদ্ধ জালের তালিকায় থাকার পরের মৎস্য অফিসের নিংসক্রিয়তার সুযোগ নিয়েই অবাধে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করা হচ্ছে।
মাছের প্রজনন মৌসুমে নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের পর এবার ভয়ংকর চায়না দুয়ারি নামক জালে দেশীয় প্রজাতির সব মাছ ধরা পড়ছে। শুরুর দিকে ভৈরব নদীতে এ জাল ব্যবহার হলেও এখন ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। বর্তমানে জেলে সহ স্থানীয় মানুষ অহরহ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন এ জাল।

ভৈরব নদীর মিঠাপানির সব ধরনের দেশীয় প্রজাতির মাছ সূক্ষ এ জালের কানে ধরা পড়ছে। বিশেষ করে মাছের প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা চিংড়ি, পুটি, ট্যাংরা, কই, শিং, বেলে, বোয়াল, শোল, টাকিসহ দেশি প্রজাতির সব মাছ চায়না দুয়ারির ফাঁদে নিধন হচ্ছে। সেই মাছশূন্য হয়ে পড়ছে ভৈরব নদী।

আইন অনুযায়ী দেশে মাছ ধরার যেসব জালের অনুমোদন রয়েছে সেগুলোতে ‘মেস সাইজ’ তথা জালের ফাঁসের একটি গিট থেকে আরেক গিটের দূরত্ব হতে হয় ন্যূনতম পাড়ে ৪ সেন্টিমিটার। ‘মেস সাইজ তথ্য ফাঁসের আকার এর চেয়ে ছোট হলে সে ভাল আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

জেলেরা জানাচ্ছেন, চায়না দুয়ারি জালে এই ফাঁসের আকার সাড়ে ৪ সেন্টিমিটারের চেয়ে অনেক কম। ফলে এই জালে সব ধরনের মাছ ছেঁকে ওঠে। জেলেরা আরও বলেন, ‘পেশায় জেলে শুধু তাই নয়, মাছের ডিম পর্যন্ত আটকে যায় এই জালে। সহজেই মাছ ধরা যায় এবং দাম কম হওয়ায় বেশির ভাগ জেলে এখন এ জাল ব্যবহার করছেন। কারেন্ট জালসহ নিষিদ্ধ জালের তালিকায় এর নাম না থাকাকে কারণ দেখিয়েও অনেকে এই জাল ব্যবহার করছেন।

জেলেরা আরও বলছেন, এখন অনেক শৌখিন মৌসুমি মৎস্য শিকারি মাছ ধরতে নেমেছেন। ফলে যারা পুরোনো কৌশলে মাছ ধরতেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অনেকেই বাধ্য হয়ে চায়না দুয়ারি কিনছেন। নদীতে চায়না দুয়ারি জাল বন্ধে উপজেলা মৎস্য বিভাগেরর তেমন কোনো তৎপরতাও চোখে পড়ে না। প্রকাশ্যেই অনেকে চায়না দুয়ারি জাল ব্যবহার করেই মাছ ধরছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাসিন্দা গোপালনগর গ্রামের এক জন জানান, দুপুর হলেই ছোট ছোট ডিঙিতে করে এই চানা দুয়ারি নদীতে ফেলা হয়। সারা রাত নদীতে রাখার পর সকালে তুলে আনা হয়। এ সময় জালে ধরা পড়ে দেশীয় প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় সব মাছ নদীতে থাকা জলজপ্রাণী, এমনকি ওঠে মাছের ডিমও। এ জাল দিয়ে মাছ ধরলে কিছু দিন পর হয়তো নদীতে আর কোনো মাছ পাওয়াই কঠিন হবে।”

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর এক জেলে বলেন, ‘আগে কারেন্ট জাল ব্যবহার করলেও চায়না দুয়ারি আসার পর সেটি বাদ দিয়েছি। কারণ কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরলে প্রশাসন উৎপাত করে। এ ছাড়া কারেন্ট জালের চেয়ে চায়না দুয়ারিতে মাছ বেশি পাওয়া যায়। ৫০ হাজার টাকা খরচ করে আটটি চায়না দুয়ারি কিনেছি।”

এমন মানুষও চায়না দুয়ারি নিয়ে মাছ ধরছেন। হাট-বাজারে গুণগতমান ও আকার অনুসারে তিন থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এ জাল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ শিকারি আরও কিছু মানুষ জানান, চায়না দুয়ারি দিয়ে মাছ ধরা ঠিক নয়, সেটি তারাও জানেন। তারপরও তারা মাছ ধরছেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অতি:) দায়িত্বে থাকা মেহেরপুর সদর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন ‘এই জালে মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণীও আটকে যায়। যেসব মাছ বাজারে বিক্রি হয় না, সেগুলোও ধরা পড়ে। কিন্তু সেগুলো জালে আটকে গেলে আর নদীতে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ফলে দেশীয় মাছসহ নানা ধরনের জলজ প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
আমি কয়েক দিন আগে যোগদান করেছি বিষয়গুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে আমার আলাপ হয়েছে চায়না না দুয়ারী জালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা ও ফেসবুক পেজ বন্ধের সুপারিশ

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা ও তাদের ফেসবুক পেজ বন্ধ করার সুপারিশ করেছে জেলা তথ্য অফিস।

আজ বুধবার বিকালে মুঠোফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে আন্ত:মন্ত্রণালয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকে জবাবদিহীতের মধ্যে নিয়ে আনার লক্ষে মেহেরপুর জেলার নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের একটি প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। সে তদন্তের আলোকে প্রাথমিকভাবে ২২টি অনিবন্ধিত পত্রিকা, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করার সুপারিশ করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন শুধুমাত্র জেলা অথরাইজড অনলাইন নিউজ পোর্টাল। এ ছাড়া আর কোন অথরাইজড অনলাইন পোর্টাল মেহেরপুর জেলাতে নেই।

তিনি বলেন, ইদানিং ফেসবুকে পেজ খুলে সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। অনিন্ধিতি পত্রিকাগুলোও সাংবাদিক নিয়োগ দিচ্ছে যা অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার ব্যত্যয়। আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলোরে বন্ধ করার সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুর জেলার মিডিয়া ভুক্ত দৈনিক এবং জেলার একমাত্র নিবিন্ধত অনলাইন পত্রিকা। ইদানিং সাংবাদিকতার কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও মেহেরপুরে ব্যঙের ছাতার মত অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, পত্রিকার নামে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে ছেয়ে গেছে। যেগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

মেহেরপুরে মৎস্য সপ্তাহ উদ্বোধন

মেহেরপুরে মৎস্য সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে মৎস্য সপ্তাহ।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সামনে থেকে এটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রোকনুজ্জামানের সভাপতিতে অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মু: তানভীর হাসান রুমান, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালা, জেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি মোঃ শরিফুদ্দিন নিকুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এসময় মাছ চাষে আরও সমৃদ্ধ করতে মাছ চাষীদের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে

বক্তব্য রাখেন তারা।

মাছ চাষীরা কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। সমস্যাগুলো সমাধানে মৎস্য বিভাগের করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন উপস্থিত মাছ চাষিরা।

আলোচনা সভা শেষে বিভিন্ন পর্যায়ে মাছ চাষে সাফল্য অর্জন করায় তিনজন মাছ চাষীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এরমধ্যে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, ভৌত রাসায়নিক গুনাগুন পরীক্ষা, মাছ চাষের উপকরণ বিতরণ সহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

মেহেরপুর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বৃক্ষরোপণ অভিযান সম্পন্ন

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৪ উদ্বোধনের পর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তর দেশব্যাপী তার প্রত্যেকটি ইউনিটে বৃক্ষরোপণ অভিযান ২০২৪ কর্মসূচি হাতে নেয়। তারই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুর জেলা কার্যালয় ফলজ, বনজ ও ভেষজ জাতের প্রায় এক হাজার গাছের চারা তিন উপজেলার আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত উপস্থিত থেকে সদস্যদের মাঝে এ সকল গাছের চারা বিতরণ করেন। তিনি বলেন, “বিশ্বকে বসবাসযোগ্য রাখতে, বাংলাদেশকে সবুজায়নে ভরে দিতে, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। সরকারের নির্দেশে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সারাদেশব্যাপী পঞ্চাশ হাজার গাছের চারা রোপণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তার অংশ হিসেবে আজ মেহেরপুর আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কার্যালয় তা পালন করছে।”

তিনি এ সকল গাছের চারা রোপণ করে যত্ন ও পরিচর্যা করতে বলেন। নিজ নিজ অফিস প্রাঙ্গণ, আনসার-ভিডিপির নিজস্ব ক্লাব সমিতির জায়গা, বৃক্ষরোপণের উপযোগী পতিত জায়গা বা খাস জমি বা নিজ নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় গাছের চারা রোপণের পরামর্শ দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট মোঃ আল-মামুন, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ফেরদৌসী বানু, গাংনী উপজেলা প্রশিক্ষক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা প্রশিক্ষক মোঃ মানিক মিয়া, সদর উপজেলা আনসার কোম্পানি কমান্ডার মোঃ শাহজাহান, ৪নং আমদহ ইউনিয়ন দলনেতা আরিফ হাসান রাজু, ৫নং শ্যামপুর ইউনিয়ন দলনেত্রী সীমা খাতুন শিখা, মেহেরপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড দলনেতা সবুজ আলী ও ৮নং ওয়ার্ড দলনেত্রী তাসলিমা খাতুন প্রমুখ।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠ প্রাঙ্গণে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষে মেহেরপুর শহর ও শহরের বাইরের ১ হাজার দুস্থ মানুষের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল দেশি মুরগী, মাছ, চাল, ডাল, লবন, আলু ইত্যাদি।

বিতরণকালে বক্তারা বলেন, কয়েকদিন ধরে দেশের স্বার্থে জরুরী অবস্থা জারি ছিল। তাতে দিনমজুর ও দুস্থ মানুষের জীবনমানে কিছুটা অসহায়বস্থা ছিল। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রীর নির্দেশে সে সমস্ত মানুষদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস

সালাম বাঁধন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মৃদুল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন আহমেদ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন প্রমুখ।

গাংনীতে আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

মেহেরপুর গাংনীতে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

উপজেলা সভাকক্ষে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী ২ আসনের সাবেক সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসিমা খাতুন, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসান,বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পুলিশ র্যার ও বিজিবি সদস্যরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গাংনীতে নিয়োজিত আইনশৃংখলা বাহিনীর সকলকে সচেতন থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর থাকার নির্দেশনা দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

গাংনীতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে প্রাণ গেল কিশোরের

গাংনীতে পুকুরে গোসল করতে গিয়ে আসমাউল (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে।

আজ মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আবু বক্করের পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যান তিনি। নিহত আসমাউল গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের শিশিরপাড়া গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় পৌর কাউন্সিলর মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আসমাউল পেশায় ইঞ্জিনচালিত ট্রলি চালক। আজ কাজ না থাকায় বন্ধুদের সাথে ওই পুকুরে গোসল করতে যায়। সাতার না জানায়, পুকুরের পানিতে তলিয়ে যায় সে। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায় আসমাউলের মরদেহ পানিতে ভেসে উঠে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স ও গাংনী থানা পুলিশের টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে।

গাংনী থানার ভার কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেহেরপুরে কিশোরদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেহেরপুরে কিশোরদের করণীয় বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) আয়োজিত কর্মশালা

আজ মঙ্গলবার (৩০ জুলাই) বেলা ১২ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির (পুনাক) সাধারণ সম্পাদক শেখ তৌফিকা রহমান তিশার সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির খুলনা রেঞ্জ উপদেষ্টা রওশন জাহান নূপুর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান।

এছাড়াও এসময় জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল এক্সপোর্ট জাস্টস ফর চিলড্রেন ইউনিসেফ মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক শিরিন আক্তার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিলা হাফিয়া, ডিবি ওসি সাইফুল ইসলাম, সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া, মাদকদ্রব্যের পরিদর্শক আবুল হাশেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিভিন্ন দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে ৫ই আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৫ তম জন্মবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: মেহেদী হাসান, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাক, মুজিবনগর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান রাজিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খানসহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সুধীবৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় ৫ই আগস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী এবং ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষে সবার মতামতের ভিত্তিতে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।